"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে আত্মিক (রুহানী) যোদ্ধা, তোমরা বাবার কাছ থেকে অনেক বড়-বড় জ্ঞানের বোমা পেয়েছ যা প্রয়োগ করে মায়া রূপী শত্রুর উপর জয়ী হতে হবে"

*প্রশ্নঃ - কোন্ রহস্যকে বুঝে তোমরা চিন্তা মুক্ত (বেফিকর) বাদশাহ হয়ে গেছ?

*উত্তরঃ - সম্পূর্ণ ড্রামার রহস্যকে বুঝে তোমরা বেফিকর বাদশাহ হয়ে গেছ। এখন তোমরা জানো যে আমাদের পুরানো হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে ২১ জন্মের জন্য জ্ঞান যোগের দ্বারা নিজেদের ঝুলি পরিপূর্ণ করছি। আমরা শিববাবার পৌত্র এবং ব্রহ্মা বাবার সন্তান.... সুতরাং কোন্ বিষয়ের জন্য চিন্তা করব।

*গীতঃ- ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি....

ওম্ শান্তি । বাবা বসে বোঝান আমার প্রিয় বাচ্চারা, তোমরা হলে গুপ্ত সেনা আর তোমরা বাচ্চারা বড়-বড় জ্ঞানের বারুদের বোমা পাচ্ছো। তোমরা জানো - এটা সেই গীতা যার এপিসোড অর্থাৎ ড্রামার পার্ট পুনরায় প্লে হতে চলেছে। একমাত্র শাস্ত্র গীতা যার সাথে মহাভারতের লড়াইয়ের কানেকশন আছে। তোমরা বাচ্চারা হলে গুপ্ত সেনা। যেমন ওরা প্র্যাক্টিস করছে, গোলা রিফাইন করার জন্য। তেমনই শিববাবাও বলেন ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদের অনেক ভালো-ভালো জ্ঞানের গোলা দিচ্ছি। সুতরাং তোমরা মানুষের কাছে ভালোভাবে শঙ্খ-ধ্বনি করো যে গীতার পার্ট পুনরায় রিপিট হচ্ছে এবং স্বর্গের দৈবী রাজধানী স্থাপন হতে চলেছে। তোমরা বাচ্চারা নিজেদের জন্য রাজত্ব স্থাপন করছ। ঐ সেনারা পরিশ্রম করে রাজা রাণীর জন্য, তোমরা নিজেদের জন্য মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করে ২১ জন্মের জন্য বাদশাহী নিয়ে থাকো - ৫ হাজার বছর আগের মতো। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে প্রকৃতপক্ষে আমরাই নিজেদের ভাগ্য তৈরি করছি। ওরা তো অল্প সময়ের জন্য অনেক পারিশ্রমিক নিয়ে থাকে। এখানে তোমরা প্রত্যেকেই নিজের জন্য ২১ জন্মের জন্য প্রালব্ধ তৈরি করছ। তোমরা মাম্মা বাবার থেকেও উপরে যেতে পারো। কিন্তু বিবেক বলে - মাম্মা বাবার থেকেও উঁচুতে কেউ-ই যেতে পারে না। সূর্য, চন্দ্রে গ্রহণ লাগলেও সূর্য চন্দ্র ভেঙে যায় না। নক্ষত্র ভেঙে পড়ে। বাবা বলেন আমার মিষ্টি বাচ্চারা, আমি বাচ্চাদের কেন স্মরণ করব না। হারিয়ে যাওয়া বাচ্চাদের কেন মনে পরবে না! কিন্তু অনুভব বলে যে বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ করতে ভুলে যায়। নিজেদের সজনী মনে করলে বাচ্চারাও অধিক শক্তি পাবে, কেননা সজনী তো অর্ধ-সঙ্গী (হাফ পার্টনার)-সাজনের। বাচ্চা তো বাবার পূর্ণ রূপে উত্তরাধিকারী হয়ে যায়। সেইজন্যই বাবা বলেন আমার জ্ঞানী আত্মার প্রতি ভালোবাসা থাকে। যারা ধ্যান লাগায় তাদের সাক্ষাৎকারের ইচ্ছা থাকে। যারা সারাদিন বাবা-বাবা করে তাদেরই তো জ্ঞানী বলবে। জ্ঞানের প্রতি বাবার অধিক আগ্রহ। এখন তোমরা জ্ঞানের গোলা পাচ্ছো, এ হল একেবারে নতুন কথা তাইনা! ধ্যানে অনেক সাক্ষাৎকার ইত্যাদি হয়, কিন্তু এতে ওদের কোনো জ্ঞান প্রাপ্ত হয়না। বাবা এমনটাও বলেন না যে ধ্যান করা খারাপ। ভক্তি মার্গে সাক্ষাৎকার হয় তখন খুশি অনুভব করে, কিন্তু মুক্তিধামে যেতে পারে না। বাবা বলেন তোমরা আমার ধামে (পরমধাম) আসতে চলেছো। তোমরা জানো এই জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা ভবিষ্যতে রাজকুমার হবো। দেবতারা তো এখানে নেই যে তোমরা তাদেরকে এই চোখ দিয়ে দেখবে। চিত্র তো আছে!চিত্রের দ্বারা কৃষ্ণকে তোমরা দেখো, ওখানে রাজকুমার-রাজকুমারীদের রাস বিলাস হয় অথবা শৈশবের লীলাও দেখো। কিন্তু মহারানি কবে হবে, কবে সেই রাজকুমারকে পাওয়া যাবে ? সে'সব তো জানাই নেই। বাবা সাক্ষাৎকার করান যে নিশ্চয় হয়ে যাও যে আমরা ভবিষ্যৎ মহারানি তৈরি হচ্ছি। জ্ঞানের দ্বারাও বুঝতে পারো যে ওখানে আমাদের আত্মা এবং শরীর দুই-ই পবিত্র হবে। এই "হম সো" যে মন্ত্র, সেটা এই সময়ের জন্যই। শিববাবাকে স্মরণ করলে শক্তি পাওয়া যায়। হাতেমতাই-এর খেলা দেখানো হয় – মুখে চুসিকাঠি (মুহলরা) লাগিয়ে দিলেই মায়া উড়ে যেত। বাবা বলেন প্রিয় বাচ্চারা, সব কাজকর্ম করো শুধু বুদ্ধি দিয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তোমাদের জন্য এক পরমধাম। ওরা (লৌকিক) তীর্থ যাত্রা করতে গিয়ে শুধুই ঘুরে বেড়ায়। ওদের বুদ্ধিতে থাকে চার ধাম। তোমাদের বুদ্ধিতে শুধুমাত্র এক পরমধাম। কাউকে জিজ্ঞাসা করো তুমি কি চাও? বলবে মুক্তি চাই। সন্ন্যাসীরাও শান্তির জন্য ঘর পরিবার ছেড়ে জঙ্গলে চলে যায়। মনে করে আমরা জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্ত হয়ে, যেন মোক্ষ লাভ করি। কিন্তু চিরদিনের জন্য কেউ মুক্তি পেতে পারে না। এই অনাদি ড্রামা পূর্ব নির্ধারিত। এই ড্রামার রহস্য কেউ জানেনা। ক্রিয়েটার, ডাইরেক্টর, প্রিন্সিপাল অ্যাক্টরকে জানে না। তোমরা জানো এই ড্রামার সম্পূর্ণ রূপে ৪ টি ভাগ আছে। এমন নয় যে সত্যযুগের আয়ু দীর্ঘ। জগন্নাথ পুরীতে ভাতের হাঁড়ি বসিয়ে রান্না করার সময় স্বাভাবিকভাবেই সেটা সম্পূর্ণ ৪ ভাগ হয়ে যায়। এই দুনিয়াও হলো ৪ যুগের ড্রামা, এর আদি-মধ্য-অন্ত সম্পর্কে তোমরা জানো। এ হলো একটা খেলা। আমরা দেবী-দেবতারাই রাজত্ব করেছিলাম। তারপর আমরাই রাজত্ব হারিয়েছি এবার

পুনরায় রাজত্ব পেতে চলেছি। ৫ হাজার বছরের কথা। এখানে প্রত্যেকেই নিজের জন্য পুরুষার্থ করছে। যে যত নিজের সমান তৈরি করতে পারবে, তাকে বাবা উপহারও দিয়ে থাকেন। বাবা বলেন যোগ অগ্নির দ্বারা তোমাদের পাপ স্বাভাবিকভাবেই বিনাশ হয়ে যাবে। আমি কিছুই করিনা। তোমরা নিজের পুরুষার্থের দ্বারাই রাজত্ব পেয়ে থাকো, রাজা জনকের দৃষ্টান্ত আছে না! একেই বলে সাক্ষাৎকার ।

তোমরা জানো আমরা জীবনমুক্তিতে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি, সেইজন্যই জ্ঞানের প্রয়োজন। মুক্তিতেই আমাদের থাকলে হবে না। আমরা অলরাউন্ড ভূমিকা পালন করি। যেমন রেলে তোমরা যখন আসো তখন ভায়া আহমেদাবাদ হয়ে আসো তাইনা। আমাদেরও ভায়া মুক্তি হয়ে জীবনমুক্তিতে যেতে হবে। ক্ষণে-ক্ষণে পরমধামকে স্মরণ করো। লৌকিক স্কুলে ৫-৬ ঘন্টা পড়াশোনা করে, এখানে এতো সময় পড়াশোনা করতে পারো না, সেইজন্যই বলা হয় এক ঘন্টা-আধা ঘন্টা ....অমৃতবেলা হলো সবচেয়ে ভালো সময়। তোমরা স্নানও অমৃতবেলায় করো। এক বার মুরলী শোনার পর এর পয়েন্ট গুলো রিপিট করতে থাকো। টেপেও মুরলী রেকর্ড করা হয়েছে। ১৫ দিন পর শুনলেও রিফ্রেশ হয়ে উঠবে। কোনো পয়েন্ট মনে না থাকলে চট করে ভাবনার মধ্যে আসবে। মুরলী নোটস করে নিজের কাছে রাখা ভালো, কারণ এটা হল বারুদ। অনেক বাচ্চারাই নোটস রাখে। যেমন ব্যারিস্টার, সার্জনরা নিজেদের কাছে অনেক বই রাখে, যারা অনেক বই পড়ে, তারা ভালো ওষুধ দিয়ে থাকে। কেউ যথার্থ রূপে নোটস নেয়, কেউ নোটস নিতেও পারে না। বাবা বলেন এটাও তোমাদের কর্মবন্ধন। এটাও তাদের বিকর্ম। তোমরা বাচ্চারা জানো আমাদের রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। যেমন ইংরেজরা প্রথমে এসেছিল ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য, কিন্তু ব্যবসা করতে-করতে ওরা দেখলো যে এরা তো নিজেদের মধ্যেই লড়াই ঝগড়া করে তখন তারা নিজেদের সেনাবাহিনী তৈরি করে সেই রাজ্যগুলো দখল করার সিদ্ধান্ত নেয়। এটা তোমাদের জন্য তো খুব সহজ। কাউকে মারা বা হত্যা করার প্রশ্নই আসে না। তোমরা যোগবলের দ্বারা রাজ্য ভাগ্য পেয়ে থাকো। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজত্ব কোথা থেকে পেয়েছিল? কলিযুগের রাত সম্পূর্ণ হয়ে তারপর সত্যযুগের দিন শুরু হয়। দিনের বেলায় রাজত্ব আর রাতে শুরু হয় বিশৃঙ্খলা, বাবা আসলে আমরা ধনবান হয়ে উঠি। কলিযুগের পর আসে সত্যযুগ। অনেক ধর্মের পর এক ধর্ম স্থাপন হয়। যারা কল্প পূর্বেও রাজত্ব পেয়েছিল, তারাই আবার নিতে চলেছে। তাকে বলে স্বর্গের দৈবী রাজধানী (হেভনলি ডিটি কিংডম)। এখন তো নরক আর নির্বাণধাম হলো ব্রহ্মান্ড, যেখানে তোমরা ডিম্বাকৃতি অবস্থায় থাকো। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন সম্পূর্ণ ব্রহ্মান্ড এবং সৃষ্টির নলেজ আছে। কত সহজ কথা। প্রধান হলো গীতার বিষয়টি । গীতায় ভগবানের নাম বদলে দেওয়া হয়েছে। এ হলো জ্ঞানের গোলা। একটা বিষয় যুক্তি দিয়ে বোঝাও। এই সময় সবাই চোরাবালিতে আটকে রয়েছে। বাবা এসে এই চোরাবালি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সাধনা করান। মায়া এসে ডানা কেটে দিয়েছে, ওড়ার ক্ষমতা নেই। এখন সবাইকে পবিত্র হয়ে ফিরে যেতে হবে।

তোমরা পুরুষার্থ করছো - বাবার কাছ থেকে পুনরায় রাজ্য-ভাগ্য পাওয়ার জন্য। বাবা বোঝান তোমাদের খুশি থাকা উচিত। যে ভালোভাবে ধারণ করে অন্যদের নিজের সমান করে তুলবে তারা খুব খুশিতে থাকবে। যারা প্রথম নম্বরে পাশ করবে তারা তো অবশ্যই খুশি হবে তাইনা। সরকারও (গভর্নমেন্ট) বৃত্তি দিয়ে থাকে। তোমাদেরও মালা তৈরি হচ্ছে। এই মালা ১০৮ এবং ১৬১০৮ এরও তৈরি হয়। একটা বাক্স তৈরি করে, তার মধ্যে রেখে দেয়। এখন তোমরা বুঝেছ এই মালা কার? রুদ্রাক্ষের মালা কাকে বলে। প্রথমে হলো ব্রহ্মার মালা। বাবা তাঁর রচনাকে রচিত করেন তাই না! যারা ব্রহ্মার হৃদয়ে স্থান পায় তারাই শিববাবার হৃদয়ে স্থান পাবে। এ হল ব্রহ্মার মালা। প্রথমে ব্রহ্মার মালা এবং তারপর রুদ্র মালা তৈরি হয়, এবং তারপর বিষ্ণুর গলায় গাঁথা হয়। এই দৈবী রাজধানী এখন স্থাপন হচ্ছে। এই মনুষ্য সৃষ্টিই স্বর্গ এবং নরকে পরিণত হয়। স্বর্গে দেবী-দেবতারা থাকে, যাকে হেভন বলা হয়। স্বর্গ বাসীদেরই তারপর এই নরকে আসতে হয়। তারপর আমরাই আবার নরক থেকে স্বর্গে যাই। মায়ার উপর জয় লাভ করে আমরা জগৎজীত হই। তোমরা বলবে এই ভূমিকা আমরা অনেকবার পালন করেছি। কেউ বলবে শুধু তোমরাই স্বর্গ দেখবে, আমরা দেখব না? তাদের বলো, থোড়াই সবাই সেখানে যেতে পারে! অসম্ভব। প্রত্যেকেই নিজের সতোঃ, রজোঃ তমোঃ-র পার্ট প্লে করছে। এটা কারো জানা নেই। তোমরা জানো আমাদের রাজত্ব স্থাপন হচ্ছে। আমরা স্বর্গের মালিক হতে চলেছি। ড্রামা অবশ্যই তোমাদের পুরুষার্থ করাবে। ড্রামা অনুসারেই এনার দ্বারা (ব্রহ্মা) মুরলী চালাচ্ছেন । পুরুষার্থ না করে তোমরা থাকতে পারবে না। নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে যাবে না। কল্প পূর্বেও যেমন মুরলী চালিয়েছিলেন, ড্রামা অনুসারে এখনও তেমনই চলবে। কত গভীর বিষয়। ড্রামা অবশ্যই হুবহু রিপিট হবে। আমরা হলাম চিন্তাহীন (বেফিকর) বাদশাহ। পরমপিতা পরমাত্মা শিবের আমরা পৌত্র। তোমরা কেন উদ্বিগ্ন হবে। এটা হলো রাজযোগ। বাবা বলেন এখন তোমরা পুরানো হিসেব-নিকেশ শেষ করে, এখান থেকে বুদ্ধিযোগ সরাও। জ্ঞান যোগের দ্বারা যত জমা করবে ততই তোমাদের ঝুলি ২১ জন্মের জন্য ভরপুর হতে থাকবে, এতে ভয় পাওয়ার তো কিছুই নেই। বাবা তো দাতা। তিনি বলছেন তোমাদের কাছে যা কিছু আছে সব ত্যাগ করো। এখানে তো

তোমরা কোনো প্রাসাদ তৈরি করছো না। সেই টাকা দিয়ে তোমরা কি করবে, শুধুমাত্র ৩ পা পৃথিবী নিয়ে সেন্টার খোলো। এটা একটা খুব বড় ইউনিভার্সিটি এবং হাসপাতাল। শরীরের জন্য হাসপাতাল তো অনেক আছে। এখানেই শুধুমাত্র এই রকম (ঈশ্বরীয়) হাসপাতাল হয়। যারা ধার্মিক মানসিকতার তারা বলবে আমরা কেন এমন হাসপাতাল খুলব না যেখানে মানুষ এভার-হেল্দী হতে পারবে! বাবা হেল্থ-ওয়েল্থ (স্বাস্থ্য এবং সম্পদ) দুই-ই দিয়ে থাকেন। অতএব ওরা বলে বাবা এটা তোমার, তুমি তোমার ইচ্ছা মতো এটাকে কাজে ব্যবহার কর। সুতরাং দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে সম্পূর্ণ রূপে ফলো করা উচিত তাইনা। প্রত্যেকেই তার নিজের জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তোমরা বলে থাকো, আমরা ব্রাহ্মণ, তবে তো সবকিছু ট্রান্সফার করে দেওয়া উচিত। বাবা ২১ জন্মের জন্য বাদশাহী দিয়ে থাকেন। বাবার সার্ভিসে সহযোগী হলে তোমরা কখনও অনাহারে মরবে না। আমাদের থোড়াই কোনো খরচ আছে ? তোমরা শুধুই পেটের জন্য দুটো রুটি খাও আর কি খরচ আছে। মানুষের তো প্রচুর খরচ করতে হয়। ওরা বিয়ে ইত্যাদির পেছনে কত খরচ করে থাকে। আমাদের কোনো খরচ নেই। তোমাদের বাগদান হয় শিববাবার সাথে। কানা কড়িও খরচ নেই। বাগদানের পর আমরা বাবার কাছে চলে যাই। এখানে তোমরা বাচ্চাদের সার্ভিস করতে হবে। তোমরা নিজেদের স্মৃতি সৌধ দেখে খুশি হবে। এটা আমাদের বাবা ও মাম্মার স্মারকচিহ্ন । আমরা দেবতাদেরও স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে। মুখ্য স্মারকচিহ্ন হল ৫ - ৭টি, সবার প্রথমে প্রধান হলো শিববাবার। সেই একজনেরই অনেক নাম । তারপরে হল সূক্ষ্মলোকবাসী ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করের স্মারকচিহ্ন । তারপর মনুষ্য সৃষ্টির সঙ্গম যুগে জগৎ অম্বা, জগৎ পিতা আর তোমরা শিব শক্তি বাচ্চারা। সত্যযুগে শুধু লক্ষ্মী-নারায়ণ। এছাড়া অনেক ধরনের মন্দির নির্মাণ হয়েছে। সেগুলোতে কতো ঘোরাঘুরি করতে হয় । তোমরা সমস্ত বিষয় থেকে মুক্ত হয়ে কত খুশিতে থাকো। এমন কোনো ইউনিভার্সিটি নেই যেখানে মানুষ থেকে দেবতা হয়ে ওঠা যায়। তোমাদের এখন গডলী স্টুডেন্ট লাইফ। তোমরা পাশ করে ট্রান্সফার হয়ে যাবে । আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) অমৃতবেলায় মুরলী শুনে তারপর পয়েন্টস রিপিট করতে হবে। মুরলীর নোট অবশ্যই রাখতে হবে। খুশিতে থাকার জন্য নিজের সমান তৈরি করার সেবা করতে হবে।

২) ব্রহ্মা বাবার হৃদয়ে থাকার জন্য জ্ঞান আর যোগে তীক্ষ্ম হতে হবে। প্রথম নম্বরে পাশ করে স্কলারশিপ নিতে হবে।

বরদানঃ- ড্রামায় সমস্যা গুলিকে খেলা মনে করে অ্যাকুরেট ভূমিকা পালনকারী হীরো পার্টধারী ভব

হীরো পার্টধারী তাকেই বলা হয় – যার কোনো পার্ট-ই সাধারণ নয়, প্রতিটি পার্ট এক্যুরেট (যথোপযুক্ত) । যত সমস্যাই আসুক, যেমনই পরিস্থিতি হোক কারো অধীন হবে না, অধিকারী হয়ে সমস্যাকে এমনভাবে অতিক্রম করবে যেন খেলতে-খেলতেই পার হয়ে গেল। খেলায় সবসময়ই খুশি অনুভব হবে, সে যেমনই খেলা হোক। বাইরে কান্নার পার্ট চলছে কিন্তু অন্তর্মনে থাকবে যে এ'সবই হচ্ছে অসীমের খেলা। খেলা মনে করলে বড় সমস্যাও হাল্কা হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ- যে সবসময় প্রসন্ন থাকে সে-ই প্রশংসার পাত্র হয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;